একক ২ ❑ শিশু পরিবেশে পাঠ-পরিকল্পনা (প্রাক্-প্রাথমিক স্তর)

বিদ্যালয়ের নাম :
শ্রেণি :
ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা :
গড়বয়স :
শিক্ষিকার নাম :
তারিখ :

আজকের পাঠ : যানবাহন সম্পর্কে
সাধারণ আলোচনা ও
পথ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের আলোচনা
ছড়া : রেলগাড়ি
হাতের কাজ : দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেল গাড়ি
তৈরী করা

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
১০.৩০ থেকে ১১.০০	স্বাধীনভাবে খেলা	প্রথমেই শিক্ষিকা লক্ষ্য করবেন বিদ্যালয়ে এসে সিশুরা নিজের নিজের জায়গায় ব্যাগ, জুতোও জলের বোতল ঠিকমত রেখেছে কিনা। তারপর শিশুরা যখন নিজের পছন্দমত খেলনা নিয়ে খেলবে সেই সময় শিক্ষিকা নজর রাখবেন যাতে শিশুরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বা মারামারি না করে বা পড়ে গিয়ে ব্যথা না পায়	শিক্ষিকার নির্দেশে শিশুরা নির্দিষ্ট স্থানে ব্যাগ, জুতো ও জলের বোতল রাখবে। তারপর তারা নিজেদের পছন্দমত খেলনা নিয়ে খেলবে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বা মারামারি করবে না।	সবশিশু শান্ত বা স্থির মন নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না। অনেকের মধ্যে ক্ষোভ বা দুঃখ থাকে। তাই খেলার মাধ্যমে বিষয়টি নিরাময় হয় তার ব্যবস্থা করে তাদের পাঠে মন বসান সম্ভব হয়।
১১.০০ থেকে ১১.১৫	বিশ্রাম	খেলাধূলা করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই খেলাধূলার পর খেলনা রেখে শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের দশ মিনিট	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশে সব খেলনা রেখে দিয়ে চুপ করে বসে বিশ্রাম নেবে। এতে তাদের ক্লান্তি দূর হবে।	বিশ্রামের ফলে শিশুদের মনে একাগ্রতা বাড়বে ও তারা পড়ায় মনোযোগ দিতে পারবে।

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
		এক স্থানে বসিয়ে রাখবেন, তাতে ক্লান্তি দূর হবে।		
১১.১৫ থেকে ১১.৩০	প্রার্থনা ও গান	খেলাধূলার পর বিশ্রাম গ্রহণ তারপর শিক্ষিকা শিশুদের চুপ করে বসিয়ে হাত জোড় করে ও চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে বলবেন ও তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে গাইবেন। শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন সব শিক্ষার্থী গাইছে কিনা এবং ভুল গাইলে তিনি সংশোধন করে দেবেন।	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশে চোখ বন্ধ করে হাত জোড় করে বসে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইবে।	প্রার্থনার ফলে শিশুদের মনে একাগ্রতা বাড়বে ও তারা পড়ায় মনোনিবেশ করতে পারবে।
১১.৩০ থেকে ১১.৪০	পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি	প্রার্থনার পর শিক্ষিকা সকলকে পিছনে হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে লাইন করে নিজ নিজ কক্ষে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ থেকে আসন বার করে বসতে বলবেন।	শিক্ষিকার নির্দেশমত শিশুরা নিজ নিজ কক্ষে গিয়ে ব্যাগ থেকে আসন বার করে পেতে বসবে। প্রয়োজনে জলপান করবে ও বাথরুমে যাবে।	তাতে তারা নিয়মানুবর্তিতা শিখবে এবং তাদের জল পিপাসা মিটবে।
১১.৪০ থেকে ১২.০০	সাধারণ কথোপকথন	শিক্ষার্থীরা সকলে নিজ নিজ স্থানে বসার পর শিক্ষিকা তাদের কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যানবাহন সম্পর্কে কথোপকথন করাবেন।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ জায়গায় বসে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করবে।	শিক্ষার্থীদের যানবাহন ও তার শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কে ধারণা দান।
	যানবাহন	প্রঃ স্কুলে আসার সময় তোমরা কিসে করে আস?	উঃ বাসে করে, ট্রামে করে, অটোয় করে, রিক্সায় করে, হেঁটে।	

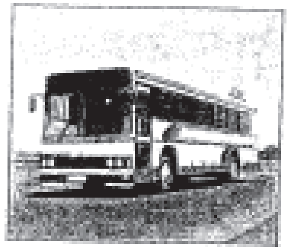

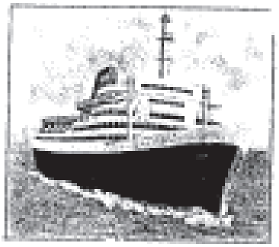

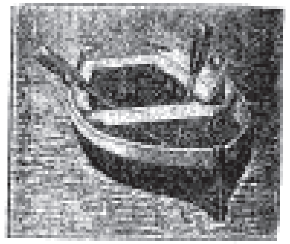

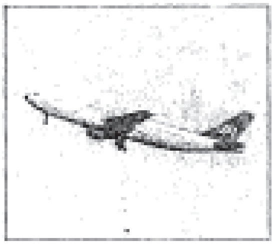

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
১১.৪০ থেকে ১২.০০	পথ অনুসারে যানবাহনের প্রকারভেদ।	প্রঃ রাস্তায় যেসব গাড়ি আমরা দেখতে পাই, জলের উপর দিয়ে কি সেই সব গাড়ি চলে?	উঃ না।	
	স্থলযান : বাস, ট্রাম, জিপ, অটো, সাইকেল রিক্সা।	প্রঃ জলে কোথাও একজায়গা থেকে আমরা আর এক জায়গায় কিসে করে যাই?	উঃ নৌকা, জাহাজ।	
	জলযান : নৌকা, জাহাজ। আকাশযান : এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার।	প্রঃ খুব তাড়াতাড়ি যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আকাশ পথে যাই তখন কিসে করে যাই?	উঃ এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার।	
	যানবাহনের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শন	তাহলে দেখলে তো জলের উপর দিয়ে যা চলে, আকাশ পথে বা রাস্তায় তা চলে না আবার রাস্তায় যেসব গাড়ি দেখতে পাই তা জলের উপর দিয়ে বা আকাশে দেখতে পাই না। তাহলে কি দেখতে পেলাম এক একটা গাড়ির যাতায়াত পথ এক এক রকম। এই সব যানবাহন সম্পর্কে আলোচনার সময় শিক্ষিকা বিভিন্ন পথের যানবাহনের মডেল দেখাবেন যাতে তারা আরো উৎসাহ পায়।	শিক্ষার্থীরাও শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে এবং মডেল গুলো মন দিয়ে আগ্রহ সহকারে দেখবে।	

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
	নির্দিষ্ট পাঠে প্রবেশের প্রস্তুতি	শিক্ষিকা এবার বলবেন আচ্ছা তোমরা ছুটিতে তো অনেকে দূরে বেড়াতোও, কোন জায়গায় বা মামাবাড়িতে তখন সবসময় বাসে চেপে যাওয়া যায় না। তখন কিসে করে যাও?	উঃ রেলগাড়ি চড়ে	
১২.০০ থেকে ১২.২৫		হ্যাঁ ঠিক বলেছ। আমিও রেলগাড়িতে চড়ে ছুটিতে দূরে কখনো পাহাড়ে, কখন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই তোমাদের মত। যানবাহন নিয়ে আলোচনার পর শিক্ষিকা শিশুদের রেলগাড়ির একটা ছড়া শেখাবেন। শিক্ষিকা শিশুদের রেলগাড়ির ছবিসহ ছড়া লেখা চার্টটি প্রথমে ফ্ল্যাপবোর্ডে আটকে দেবেন।		
	ছড়া ঃ কুঝিক্‌ঝিক্ কু-ঝিক্ ঝিক্ চলছে রেলের গাড়ি চলছি আমরা দার্জিলিং চলছি মামার বাড়ি। নীলপাহাড়ে ঘাসপাথরে মেঘ ও	তারপর তিনি সমগ্র ছড়াটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেবেন। আলোচনাটি নিম্নরূপ ঃ কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কু ঝিক ঝিক করে রেলের গাড়িতে চেপে	শিক্ষার্থীরা ছড়ার চার্টটি দেখবে এবং মন দিয়ে ছড়াটির আলোচনা শুনবে।	

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
	রোদের বেলায় মনটা আমার খুশীতে আজ ভাসছে মেঘের ভেলায়।	দার্জিলিং-এ মামাবাড়ি চলেছে। সেই পাহাড়ে ঘাসপথের ভর্তি কখনো মেঘ কখনো রোদ তাদের মনটা যেন খুশীতে ভরে উঠেছে। এরপর শিক্ষিকা নিম্নলিখিত সোপানে ভাগ করে ছড়াটি শেখাবেন।		
		প্রথম সোপান ঃ প্রথমে শিক্ষিকা সমগ্র ছড়াটি একবার পড়ে দেবেন।	শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে।	
		দ্বিতীয় সোপান ঃ তারপর শিক্ষিকা প্রথম চারলাইন অঙ্গভঙ্গী সহকারে করে দেখাবেন।	শিশুরা শিক্ষিকাকে অনুসরণ করবে।	তাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দবোধ জাগ্রত করা
		তৃতীয় সোপান ঃ এরপর তিনি তার সাথে সাথে শিশুদের অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়াটি বলতে বলবেন।	শিশুরা শিক্ষিকার নির্দেশমত তার সাথে সাথে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়াটি বলবে।	অঙ্গভঙ্গী মাধ্যমে পেশী সঞ্চালন ভালো হয়। শরীর সুস্থ থাকে।
		চতুর্থ সোপান ঃ এরপর তিনি শিশুদের তাঁর সাহায্যে ছাড়াই একাএকা ছড়াটি অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে তিনি তাদের সাহায্য	তারপর শিক্ষিকার সাহায্য ছাড়াই তারা ছড়াটি অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলবে।	তাদের একঘেয়েমী দূর হয়। তারা আনন্দ পায়।

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
	রোদের বেলায় মনটা আমার খুশীতে আজ ভাসছে মেঘের ভেলায়।	করবেন কেউ ভুল করলে তা সংশোধন করে দেবেন। এইভাবেই শিক্ষিকা পরের চার লাইন শিশুদের শেখাবেন। এইভাবে শিক্ষিকা সমগ্র ছড়াটি শেখাবেন।		
১২.২৫ থেকে ১২.৫৫	হাতের কাজ ঃ দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি তৈরী।	শিক্ষিকা ছড়া শেখাবার পর প্রত্যেককে ভালোভাবে বসতে বলবেন। তারপর তাদের প্রত্যেককে চারটে করে কাগজে মোড়া দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তৈরি বগি দেবেন যাতে কাগজের সরু সরু ফিতের মত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের তিনি তা দিয়ে একটা বগির সাথে আর একটা বগিকে জুড়তে বলবেন আঠা দিয়ে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে আঠার পাত্র এবং লাগানোর জন্য তুলো আটকানো কাঠি দেবেন। শিক্ষিকা নিজে কাজটি শিক্ষার্থীদের সামনে করে দেখাবেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশমত তাকে অনুসরণ করে বগিগুলো একটার সাথে একটা জুড়বে এবং সাদা সিটে রঙ করে তার উপর রেলগাড়িটিকে দাঁড় করাবে।	১. নতুন কাজের মধ্যে আনন্দ লাভ করবে। ২. তাদের সৌন্দর্য বোধ বাড়বে। ৩. তাদের পেশী সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ৪. কাজের দ্বারা তাদের ধৈর্য্য ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে।

সময়	বিষয়	শিক্ষিকার কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উদ্দেশ্য ও কর্তব্য
		দেবেন। এরপর রেলগাড়িটি বসাবার জন্য শিক্ষিকা একটা করে প্রত্যেককে সাদা কাগজের সিট দেবেন এবং প্রত্যেককে সবুজ রঙ করতে বলবেন। এরপর তাদের তৈরী রেলগাড়িটি ওই রঙ করা সিটে রাখতে বলবেন।		
১২.২৫ থেকে ১২.৫৫	টিফিনের প্রস্তুতি	শিক্ষিকা শিশুদের লাইন করে কলের কাছে নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলবেন। হাত ধোয়া হলে হাত মুছতে নির্দেশ দেবেন। তারপর সবাইকে নিজের আসন পেতে টিফিন বাক্স বার করতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার নির্দেশে হাত ধুয়ে আসন পেতে টিফিন বাক্স বার করে বসবে।	সাবান দিয়ে হাত ধুলে হাতের ময়লা দূর হয়। নির্দিষ্ট স্থানে বসে টিফিন বা কোন খাবার খাওয়ার নিয়ম তারা শিখবে।